গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪১.২৬.০০২.১৫.৩৪৬

১৮-১২-১৪২৪ বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ --------------------- ।
০১-০৪-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ মার্চ/২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

২৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মার্চ/২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এসংগে প্রেরণ করা হলো। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন/বিয়োজন থাকলে কার্যবিবরণী পাওয়ার ৩ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হলো।

০২। সমন্বয় সভায় গৃহীত তাঁর অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/শাখার সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং অনিস্পন্ন বিষয়সমূহের তালিকা পরবর্তী সমন্বয় সভায় আলোচনার নিমিত্ত আগামী ১৪-০৪-২০১৮ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(হোসনা আফরোজা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫০৫

বিতরণ ঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৩। মহাপরিচালক, বিকেএসপি, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব(সকল), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৫। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, ঢাকা।
৬। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
৭। সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
৯। উপসচিব (সকল), উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, ৩য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান............................, সহকারী প্রধান/ সহকারী সচিব.. , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল।
১৬। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল।
১৭। জেলা ক্রীড়া অফিসার, বরিশাল।
১৮। প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা(ওয়েব সাইটে আপলোড ও ই-মেইল এ প্রেরণের অনুরোধসহ)
১৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মার্চ/২০১৮ এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মো: আসাদুল ইসলাম সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখ	:	২৭ মার্চ/২০১৮
সময়	:	বেলা ১১:৩০ টা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশিত হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয়ভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(১) গত ২৫-০২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ।	গত ২৫-০২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন বিয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	
(২) জেলা প্রশাসক বরিশাল এর সাথে যুব প্রশিক্ষণ, ন্যাশনাল সার্ভিস ও ক্রীড়া কার্যক্রম বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্স।	সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: কামাল উদ্দিন বিশ্বাস ভিডিও কনফারেন্স সঞ্চালন করেন। সচিব ভিডিও কনফারেন্সে যোগদানরত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি জেলা প্রশাসক বরিশালকে উদ্দেশ্য করে যুব প্রশিক্ষণ, ন্যাশনাল সার্ভিস ও খেলাধুলার বিষয়ে অবগত করার জন্য অনুরোধ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সরসরি কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। জেলা প্রশাসক জানান ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হওয়ায় তিনি এ কর্মসূচি ফলপ্রসু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আরও জানান সুস্থ জাতি গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই বিধায় তার জেলায় সারা বছর ধরে খেলাধুলার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। অত:পর তিনি যুব প্রশিক্ষণ ও ন্যাশনাল সার্ভিসের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশালকে অনুরোধ করেন। উপপরিচালক জানান বরিশাল জেলার ১০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০,২২৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং ৯,৩০৩ জন বিভিন্ন কর্মে সংযুক্তিতে রয়েছে। এর মধ্যে ৭০৭ জন সংযুক্তি শেষে আত্মকর্মী হয়েছেন। যারা আত্মকর্মী হয়নি তাদেরকে আত্মকর্মী হতে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: আজিজুল হক নাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির জেলা/ উপজেলা কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান। তিনি ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি মনিটরিং করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেইজ সংরক্ষণ এবং যুব সংগঠন নিবন্ধন আইনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধন কার্যক্রমে মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও জানান যুব সংগঠন নিবন্ধিত হলে উক্ত সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। জেলা প্রশাসক বর্তমান সরকারের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। সভাপতি জেলা প্রশাসকের এ ধরণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ন্যাশনাল সার্ভিসের ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন: মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অগ্নি নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে উপজেলা/জেলা পর্যায়ের কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, তাঁর জেলায় প্রতি সমন্বয় সভায় ন্যাশনাল সার্ভিসের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অত:পর সভাপতি উপপরিচালকের নিকট তাঁর জেলায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন হয়েছে কিনা, প্রশিক্ষণ ভাতা ৪০ টাকা হতে ১০০ টাকায় উন্নীতকরণ বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা জানতে চান। জবাবে উপপরিচালক জানান প্রশিক্ষণ ভাতা দৈনিক ১০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে তবে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। খুব শীঘ্রই ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। মহাপরিচালক ভাড়া অফিসে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।		

	মহাপরিচালক আরও বলেন প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণের সিলিং বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রশিক্ষণের সনদ দেখিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক থেকে যুব ঋণ গ্রহনের সুযোগ রয়েছে। এ সকল ব্যাংক ঋণ প্রদানে অনীহা দেখালে বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়কে অবগত করার জন্য অনুরোধ করেন। যুগ্মসচিব জনাব মো: ওমর ফারুক ভিডিও কনফারেন্স এ জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান তাঁর জেলায় শেখ রাসেল মিনি ষ্টেডিয়ামের কাজ এখনও শুরু হয়নি। তিনি সরেজমিনে জনপ্রতিনিধিসহ মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনপূর্বক দ্রুত এ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। জেলা প্রশাসক সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে হতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির যুবদের তিনি অগ্রাধিকার দিবেন। সভাপতি জেলা প্রশাসকের এ ধরণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জানান। জেলা ক্রীড়া অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, বরিশাল জেলায় ভলিবল, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাটমিন্টন, এ্যাথলেটিকস ও কাবাডি খেলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এছাড়া অটিস্টিক শিশুদের খেলাধুলার বিকাশে কাজ করা হচ্ছে। দু:স্থ ক্রীড়াবিদদের ভাতার জন্য ২৮ জনের আবেদন পাওয়া গিয়েছে। খুব শীঘ্রই সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। পরিচালক ক্রীড়া পরিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, খুব শীঘ্রই ক্রীড়া ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে এবং ডেভেলপমেন্ট ফুটবল কাপের আয়োজন করা হবে। এ লক্ষ্যে বরিশাল জেলাকে প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান কোন প্রশিক্ষণার্থী যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়া বা কর্মে সংযুক্ত থেকে কাজ না করে ভাতা গ্রহণ করতে না পারে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকারের ২টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ন্যাশনাল সার্ভিস ও শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে আন্তরিক হতে হবে। জেলা প্রশাসক সরকারের ২টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির বিষয়ে বরিশাল জেলার সাথে ভিডিও কনফান্সের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দেওয়ায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। অত:পর ভিডিও কনফারেন্সএ যোগদানকারী সকল কর্মকর্তা গঠনমূলক আলোচনা করায় সভাপতি ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও কনফারেন্স এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।		
(৩) জাতীয় যুব নীতি , ২০১৭ বাস্তবায়ন	জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭ বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১৭/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণীর সাথে কমিটির সকল সদস্যদের নিকট TAPP এর সার-সংক্ষেপ ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	দক্ষতার সাথে TAPP বাস্তবায়ন করতে হবে।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যুব-১ শাখা
(৪) পদসৃষ্টি/ আপগ্রেডেশন ও পদ স্থায়ীকরণ।	**(ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর :**		
	(১)শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৭টি পদের মধ্যে পরিচালক এবং মেডিকেল অফিসার পদায়নের জন্য পুণরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে পুণরায় পত্র দিতে হবে।	
	(২) ৫টি প্রকল্প ১ জুলাই ১৯৯৭ এর পরে শুরু হয়েছে বিধায় প্রকল্পের ১৪৭৪ জন জনবল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে জটিলতা রয়েছে। প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর না করলে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর কি ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মোট যুব প্রশিক্ষণের শতকরা কত ভাগ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল দ্বারা পরিচালিত হয় তা উল্লেখপূর্বক সার-সংক্ষেপ তৈরী করা হয়েছে। পূর্বে প্রেরিত সার-সংক্ষেপে কেন অনুমোদন হয়নি তা পর্যালোচনা করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যুগ্মসচিব (যুব-২)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনা পূর্বক দ্রুত সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/ যুব-২ শাখা